

শ্রোতা বন্ধু, আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

আমরা আপনাকে আল্লাহর নামে শুভেচ্ছা জানাই। তিনি শান্তির প্রভু। তিনি তার তৈরীকৃত ধার্মিকতার পথ এবং তাঁর সত্যময় শান্তি সম্পর্কে আমাদের জানাতে চান। আজকে আপনার অনুষ্ঠান “ধার্মিকতার পথ” আবারো উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আমরা অনেকদিন যাবৎ নবীদের কিতাব অধ্যয়ন করেছি। আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ চল্লিশ জনেরো বেশি (পনেরশত বছরেরও বেশি সময় ধরে) নবীকে তাঁর কিতাব লিখতে উৎসাহ দান করেছেন। এই কিতাব ধার্মিকতা সম্পর্কে বলে থাকে, যার মধ্য দিয়ে একজন গুনাহ্গার আল্লাহর সম্মুখে ধার্মিক হতে পারে। আমরা আবিষ্কার করেছি, আল্লাহর প্রত্যেক সত্যিকারের নবীরা নাজাতের পথ সম্পর্কে শুধুমাত্র একটি বিষয় এবং সংবাদ তুলে ধরেছেন। যা তারা লিখেছিলেন তা তাদের নিজের চিন্তা থেকে আসেনি কিন্তু সেই সমস্ত বিষয় আল্লাহর রুহ থেকে এসেছে। আল্লাহর সাহায্যে আমরা চিন্তা করেছি, আজকে এবং আগামী তিনটি সম্প্রচারে আমরা এতদিন পাক কিতাব থেকে যে সকল বিষয় অধ্যয়ন করেছি সেই সকল বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করবো। আমাদের আজকের পর্ব হচ্ছে, “গুনাহের কারণ।”

আসুন এখন আমরা আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিমূল তৌরাতে ফিরে যাই। তৌরাত ছিল আল্লাহর কালামের প্রথম অংশ, যা তিনি মুসা নবীর চিন্তাতে দিয়েছিলেন। আপনি কি প্রথম আয়াতটি মনে করতে পারেন? লেখা আছে: “শুরুতেই আল্লাহ আসমান এবং জমীন সৃষ্টি করলেন।” এই আয়াতে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ শুরুতে মহাকাশ, ফেরেশতা এবং মানুষ সৃষ্টি করার পূর্বে একা অবস্থান করছিলেন। আল্লাহ চিরকাল স্থায়ী, তিনি চিরস্থায়ী রুহ। তাঁর কোন শুরু নেই এবং শেষও নেই। তিনি সর্ব-শক্তিমান, তিনি সব কিছু দেখতে পান এবং সবকিছু জানেন।

প্রথম রুকুতে আমরা দেখেছি যে আল্লাহ কিভাবে ছয় দিনে আসমান, জমীন, সমুদ্র এবং সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছিলেন। আল্লাহ মানুষের জন্য দুনিয়ার সমস্ত কিছু প্রস্তুত করেছিলেন। যার কারণে ছয় দিনের দিন আল্লাহ বলেছিলেন, ‘আমরা আমাদের মত করে এবং আমাদের সংগে মিল রেখে এখন মানুষ তৈরী করি। তারা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখী, পশু, বৃকে-হাঁটা প্রাণী এবং সমস্ত দুনিয়ার উপর রাজত্ব করুক।’ পরে আল্লাহ তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন। হ্যাঁ, তিনি তাঁর মত করেই মানুষ সৃষ্টি করলেন, সৃষ্টি করলেন পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে।” (পয়দায়েশ ১:২৬, ২৭ আয়াত)

আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে মানুষ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাঁর নিজের মত করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন! আল্লাহ মানুষের সাথে একটি গভীর এবং সুন্দর সহভাগিতার পরিকল্পনা করেছিলেন। যার কারণে তিনি পুরুষ এবং মহিলার প্রানে রুহ দিয়েছিলেন যেন তারা আল্লাহকে জানতে পারে। তিনি মানুষকে দিল দিয়েছিলেন

৯৩ অধ্যায়; পর্যালোচনা ১

আদম, শূন্যের কারণ; পয়দায়েশ ১-৪, ইত্যাদি

যেন তারা আল্লাহকে মহব্বত করতে পারে এবং তাদেরকে স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছিলেন যেন সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তারা আল্লাহকে মান্য করবে নাকি করবে না।

দ্বিতীয় রুকুতে, আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ আদমকে একটি সতেজ বাগানে রেখেছিলেন যেখানে অনেক গাছপালা ছিল, অনেক ফল ছিল, যে ফলগুলো দেখতে সুন্দর এবং খেতে সুস্বাদু। আমরা আরো দেখেছি যে, আল্লাহ আদমের পাজর থেকে একজন মহিলা সৃষ্টি করেছিলেন এবং আদমকে উপহার দিয়েছিলেন। আদম তার নাম দিয়েছিলেন হাওয়া। আল্লাহ পুরুষ এবং মহিলাকে রহমত দান করে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়েছিলেন। তারপরও আল্লাহ তাদের কাছ থেকে কিছু আশা করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর মত করে যে দুইজনকে সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের কাছ থেকে তিনি কি আশা করছিলেন? তিনি চাচ্ছিলেন যেন তারা তাকে সমস্ত মন, সমস্ত দিল এবং সমস্ত ইচ্ছাশক্তি দিয়ে মহব্বত করে এবং এইভাবে একটি চিরস্থায়ী গভীর ও সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখে। এরপর আমরা দেখি যে, কিভাবে আল্লাহ তাদের সামনে একটি পরীক্ষা রাখে যার মধ্য দিয়ে তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে তাদের দিলে কি আছে। আল্লাহ আদমকে হুকুম করেছিলেন: “তুমি তোমার খুশীমত এই বাগানের যে কোন গাছের ফল খেতে পার; কিন্তু নেকী-বদী-জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল তুমি খাবে না, কারণ যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।” (পয়দায়েশ ২:১৬, ১৭ আয়াত)

তৃতীয় রুকুতে সেই একদিন আবারো ফিরে আসলো। একদিন শয়তান, যে ফেরেশতা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, সে আদম এবং হাওয়ার কাছে সাপের বেশে এসেছিল। কিতাব বলে,

“মাবুদ আল্লাহর তৈরী ভূমির জীবজন্তুদের মধ্যে সাপ ছিল সবচেয়ে চালাক। এই সাপ একদিন সেই স্ত্রীলোকটিকে বলল, “আল্লাহ কি সত্যি তোমাদের বলেছেন যে, বাগানের সব গাছের ফল তোমরা খেতে পারবে না?” জবাবে স্ত্রীলোকটি বললেন, “বাগানের গাছের ফল আমরা খেতে পারি। তবে বাগানের মাঝখানে যে গাছটি রয়েছে তার ফল সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা তার ফল খাবেও না, ছোঁবেও না। তা করলে তোমাদের মৃত্যু হবে।’” তখন সাপ স্ত্রীলোকটিকে বলল, “কখনও না, কিছুতেই তোমরা মরবে না। আল্লাহ জানেন, যেদিন তোমরা সেই গাছের ফল খাবে সেই দিনই তোমাদের চোখ খুলে যাবে। তাতে নেকী-বদীর জ্ঞান পেয়ে তোমরা আল্লাহর মতই হয়ে উঠবে।”

আল্লাহ আদম এবং হাওয়াকে কি বলেছিলেন, যদি তারা সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খায় তাহলে কি হবে? আল্লাহ বলেছিলেন, “তোমাদের মৃত্যু হবে!” শয়তান কি বলেছিল? সে বলেছিল “তোমরা কখনোই মরবে না!” আদম এবং হাওয়া কার কথাতে ঈমান আনার এবং অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন? তারা আল্লাহর কথা মান্য করেছিলেন নাকি শয়তানের? তারা আল্লাহর শত্রু শয়তানের কথা মান্য করেছিলেন!

তারপর, আল্লাহ কি করেছিলেন? তিনি কি চুপ করে বসে আদম এবং হাওয়াকে দেখছিলেন? না, আল্লাহ ঠিক তাই করেছিলেন যা তিনি বলেছিলেন। আল্লাহ তাদের ডাকলেন, বিচার করলেন, মানুষ এবং দুনিয়াকে অভিশাপ

দিলেন, যে বাগান তিনি তাদের জন্য তৈরী করেছিলেন সেখান থেকে তাদের বের করে দিলেন। সেই শোকমাখা দিনে, আদম এবং হাওয়া রুহে মারা গিয়েছিলেন। তারা আল্লাহর কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেলেন যা ছিল জীবনের উৎস। শুধু তাদের দৈহিক মৃত্যু এবং চিরস্থায়ী শাস্তি বাকি ছিল কারণ আল্লাহ বলেছিলেন গুনাহের বেতন হচ্ছে মৃত্যু। হ্যাঁ, গুনাহ হচ্ছে একটি ভয়ঙ্কর দুঃখ। আদম এবং তার বংশধরেরা সেই একটি গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে আলাদা। গুনাহ অনেকটা এইডস এর মত। আপনারা জানেন যে, এইডস এর ভাইরাস রোগীর দেহে ছড়াতে থাকে। এটি দুনিয়ার জন্য একটি চরম দুর্দশা। যদি এইডস এর ভাইরাস কোন মানুষের দেহে প্রবেশ করে তাহলে তা কখনো তার শরীর থেকে বের হয় না। এইডস এর ভাইরাস তার সন্তানদের কাছেও যেতে পারে। এইডস হচ্ছে হত্যাকারি, যাদের মধ্যে এই ভাইরাস আছে তাদের মরতে হয়। গুনাহও একই রকম। চারিদিকে গুনাহ আছে, সবার মাঝে এবং তা সবাইকে ধ্বংস করে। আল্লাহকে শুক্রিয়া জানাই যে গুনাহের রোগ এবং এইডস এর রোগের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এইডস এর জন্য কোন ঔষধ এখনো বের হয়নি কিন্তু গুনাহগারদের জন্য ঔষধ আছে। সেই ঔষধ গ্রহণ করলে আমরা চিরকালের জন্য পরিস্কৃত হই।

আপনি কি স্বরণ করতে পারেন, আদম এবং হাওয়ার গুনাহের দিনে আল্লাহ কি ওয়াদা করেছিলেন? হ্যাঁ, যেদিন দুনিয়াতে গুনাহ প্রবেশ করেছিল সেইদিন আল্লাহ একজন পবিত্র নাজাতদাতাকে পাঠানোর ওয়াদা করেছিলেন। এই নাজাতদাতা আদম-সন্তানদেরকে শয়তানের এবং গুনাহের শক্তির হাত থেকে রক্ষা করবে। আমরা আরো পড়েছি, আল্লাহ ঘোষণা করেছিলেন যে এই নাজাতদাতা একজন কুমারী সতি মেয়ের গর্ভে জন্ম নিবেন কারণ যে আদম নিজেই গুনাহগার তার বংশধরের মধ্য দিয়ে গুনাহগারদের নাজাতদাতা আসতে পারে না। তাঁর জন্ম হতে হবে আল্লাহর নিখুঁত এবং পবিত্র রুহ থেকে।

এইভাবে, আমরা ইঞ্জিল শরীফে দেখতে পাই যে, আল্লাহ ওয়াদা করার হাজার বছর পর তিনি নাজাতদাতাকে তাঁর সময়মত দুনিয়াতে পাঠান। একজন নিখুঁত ধার্মিক মানুষ দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁর কোন জাগতিক আকা ছিল না; তিনি একজন কুমারীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল ঈসা। যার অর্থ “নাজাতদাতা।” হ্যাঁ, আদম এবং হাওয়ার গুনাহের দিনে আল্লাহ যে পবিত্র নাজাতদাতার বিষয়ে ওয়াদা করেছিলেন তিনি ছিলেন ঈসা মসীহ। তিনিই একমাত্র নাজাতদাতা।

আসুন আমরা আমাদের পর্যালোচনাতে ফিরে আসি। সেদিন কি হয়েছিল যেদিন দুনিয়াতে গুনাহ প্রবেশ করেছিল। আপনার কি স্বরণে আছে সেদিন আদম এবং হাওয়া নেকিবদী গাছের ফল খাওয়ার পর কি করেছিলেন? তারা ডুমুর গাছের পাতা একত্র করে বেঁধে তাদের কোমরে দিয়েছিলেন যাতে তাদের লজ্জা ঢেকে থাকে কারণ গুনাহ করার পূর্বে তারা উলঙ্গ ছিল কিন্তু লজ্জাবোধ ছিল না। তারা তাদের জন্য যে পোশাক তৈরী করেছিলেন তা কি আল্লাহ গ্রহণ করেছিলেন? আল্লাহ শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে দুনিয়াতে এমন কোন কিছুই নেই যা তাঁর সামনে গুনাহের লজ্জা ঢেকে রাখতে পারে! যাইহোক, আল্লাহ আদম এবং হাওয়ার জন্য কিছু করেছিলেন। আমরা দেখেছি

৯৩ অধ্যায়; পর্যালোচনা ১

আদম, গুনাহের কারণ; পয়দায়েশ ১-৪, ইত্যাদি

যে, কিভাবে আল্লাহ কিছু নিষ্পাপ পশু বাছাই করেছিলেন, জবাই করেছিলেন, চামড়া আলাদা করেছিলেন এবং আদম ও হাওয়ার জন্য কাপড় বানিয়ে তা তাদেরকে দিয়েছিলেন। এইভাবে, আল্লাহ আদম এবং হাওয়াকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে গুনাহের বেতন হচ্ছে মৃত্যু! আল্লাহ শুধু কোরবানিই করেনি কিন্তু আদম এবং আদমের বংশধরদের এই হুকুম দিয়েছিলেন যাতে তারাও গুনাহের জন্য নিখুঁত পশু কোরবানি করে, যতদিন না তিনি নাজাতদাতাকে পাঠান।

এইভাবে, আল্লাহ তাদেরকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন যে দুনিয়াতে নাজাতের একটি মাত্র পথ আছে: নিখুঁত কোরবানির পথ। আল্লাহর প্রদর্শিত ধার্মিকতার পথ আমাদের দেখায় যে প্রত্যেককে একটি নিখুঁত পশু বাছাই করতে হবে এবং কোরবানি হিসাবে দিতে হবে। এই কোরবানির চিত্র, পবিত্র নাজাতদাতাকে তুলে ধরে, যিনি দুনিয়াতে এসে তাঁর রক্ত আদমের বংশধরদের জন্য ঝড়িয়েছিলেন। এইভাবে, আল্লাহ পশুর দ্বারা গুনাহগারদের কাছে ঈসা মসীহের একটি ছায়া তুলে ধরেছিলেন, যিনি গুনাহ দূর করার জন্য তাঁর জীবন দিবেন। এইভাবে, আল্লাহ দেখিয়েছেন যে তিনি ধার্মিক, “তিনি যে ন্যায়বান তা তিনি এখন দেখিয়েছেন যেন প্রমাণ হয় যে, তিনি নিজে ন্যায়বান এবং যে কেউ ঈসার উপর ঈমান আনে তাকেও তিনি ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন।” (রোমীয় ৩:২৬ আয়াত) আদমের গুনাহ এবং আল্লাহর নাজাতদাতা সম্পর্কে ওয়াদার এই রুকুতে আমরা আদমের দুই সন্তান হাবিল এবং কাবিল সম্পর্কে পড়েছি। আমরা দেখেছি, হাবিল আল্লাহর হুকুম অনুসারে তাঁর কাছে গুনাহ ঢাকার উদ্দেশ্যে একটি নিখুঁত মেষ কোরবানী করেছিলেন। কাবিল নিজের মত করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেই জিনিস দিয়েছিলেন যা দুনিয়ার মাটি থেকে উৎপন্ন হয় আর আল্লাহ এই মাটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। কিতাব বলে: “হাবিলও তার পাল থেকে প্রথমে জন্মেছে এমন কয়েকটা ভেড়া এনে তার চর্বিযুক্ত অংশগুলো কোরবানী দিল। মাবুদ হাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন, কিন্তু কাবিল ও তার কোরবানী কবুল করলেন না। এতে কাবিলের খুব রাগ হল আর সে মুখ কালো করে রইল।” (পয়দায়েশ ৪:৪, ৫ আয়াত) কেন আল্লাহ কাবিলের কোরবানি গ্রহণ করলেন না? আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথ ঘোষণা করে যে, “মূসার শরীয়ত মতে প্রায় প্রত্যেক জিনিসই রক্তের দ্বারা পাক-সাফ করা হয় এবং রক্তপাত না হলে গুনাহের মাফ হয় না।”

যাইহোক, কাবিল আল্লাহর তৈরী কোরবানির পথকে অবহেলা করেছিল। কাবিল কৃত্রিমভাবে আল্লাহর উপর ঈমান দেখিয়েছিল কিন্তু তার কাজ তা প্রমাণ করেনি কারণ সে আল্লাহর দেখানো কোরবানি করেনি। যার কারণে আল্লাহ কাবিল এবং তার কোরবানিকে গ্রহণ করেননি। যাইহোক, আল্লাহ হাবিলের কোরবানি গ্রহণ করেছিলেন, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিলেন কারণ হাবিল আল্লাহর কালামের উপর ঈমান এনে আল্লাহর উদ্দেশ্যে মেষের রক্ত ঝড়িয়েছিলেন।

হাবিল হচ্ছে তাদের প্রতিচ্ছবি যাদের ঈসা মসীহের উপর ঈমানের মধ্য দিয়ে আল্লাহ ধার্মিক বলে গণনা করেন। কাবিল হচ্ছে তাদের প্রতিচ্ছবি যারা আল্লাহকে নিজের মত করে সম্ভ্রষ্ট রকতে চায় এবং নাজাতদাতাকে গ্রহণ

৯৩ অধ্যায়; পর্যালোচনা ১

আদম, গুনাহের কারণ; পয়দায়েশ ১-৪, ইত্যাদি

করতে চায় না যাকে আল্লাহ্ বেহেশত থেকে পাঠিয়েছেন। এই দিনেও শুধু মাত্র দুইটি পথ আছে: হাবিলের পথ এবং কাবিলের পথ। আপনি কাকে অনুসরণ করছেন। আপনি কি হাবিলের পথ গ্রহণ করেছেন, যা ছিল ধার্মিকতার পথ, যে পথটি আল্লাহ্ প্রেরিত মসীহের কোরবানির মধ্যে পাওয়া যায়? নাকি আপনি এখনো কাবিলের পথ অনুসরণ করছেন, যা ছিল অধার্মিকতার পথ, যার ভিত্তি ছিল মানুষের কর্ম এবং ধর্মীয় বিধান।

শ্রোতাবন্ধু, বোঝার চেষ্টা করুন, আল্লাহ্ হচ্ছে ধার্মিক এবং গুনাহ সহ্য করেন না! আল্লাহ্ আদম-হাওয়া, হাবিল-কাবিল এবং অন্যান্য সকল আদম-জাতকে এইভাবে বলতে পারেন না: “আমি জানি তুমি গুনাহ্গার কিন্তু বিষয়টি ঠিক আছে! এটি খুব বড় বিষয় নয়, আমি তোমার গুনাহ্ মাফ করে দেবো!” আল্লাহ্ কি এইভাবে গুনাহ্ মাফ করতে পারেন? কখনো না! যদি আল্লাহ্ এরকমটি করেন তাহলে মানুষ কিভাবে তাঁর পবিত্রতা সম্পর্কে জানতে পারবে? আল্লাহ্ ধার্মিক বিচারকর্তা এবং অবশ্যই তাকে গুনাহের শাস্তি দিতে হবে। গুনাহের বেতন হচ্ছে মৃত্যু। যার কারণে পবিত্র নাজাতদাতাকে আমাদের উদ্দেশ্যে মারা যেতে হয়েছিল। যখন তিনি ক্রুশে নিজের জীবন দিয়েছিলেন তখন তিনি আমাদের গুনাহের সকল ঋণ পরিশোধ করেছিলেন।

ইঞ্জিল শরীফ আল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত ধার্মিকতার পথ সম্পর্কে কি বলে, আসুন শোনা যাক। কিতাব বলে: “একটি মানুষের মধ্য দিয়ে গুনাহ্ দুনিয়াতে এসেছিল ও সেই গুনাহের মধ্য দিয়ে মৃত্যুও এসেছিল। সব মানুষ গুনাহ্ করেছে বলে এইভাবে সকলের কাছেই মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে।” (রোমীয় ৫:১২ আয়াত) যারা ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনে তাদের সেই ঈমানের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্ তাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন। ইহুদী ও অ-ইহুদী সবাই সমান, কারণ সবাই গুনাহ্ করেছে এবং আল্লাহ্ প্রশংসা পাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু ঈসা মসীহ মানুষকে গুনাহের হাত থেকে মুক্ত করবার ব্যবস্থা করেছেন এবং সেই মুক্তির মধ্য দিয়েই রহমতের দান হিসাবে ঈমানদারদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহ্ প্রকাশ করেছিলেন যে, যারা ঈমান আনে তাদের জন্য ঈসা মসীহ তাঁর রক্তের দ্বারা, অর্থাৎ তাঁর জীবন্ত কোরবানীর দ্বারা তাঁকে সম্ভ্রষ্ট করেছেন। এইভাবেই আল্লাহ্ দেখিয়েছেন, যদিও তিনি তাঁর সহযোগের জন্য মানুষের আগেকার গুনাহের শাস্তি দেন নি তবুও তিনি ন্যায়বান। তিনি যে ন্যায়বান তা তিনি এখন দেখিয়েছেন যেন প্রমাণ হয় যে, তিনি নিজে ন্যায়বান এবং যে কেউ ঈসার উপর ঈমান আনে তাকেও তিনি ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন। (রোমীয় ৩:২২-২৬ আয়াত) গুনাহ্ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু, কিন্তু আল্লাহ্ যা দান করেন তা আমাদের হয়রত মসীহ ঈসার মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন। (রোমীয় ৬:২৩ আয়াত)

সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে, আল্লাহ্ ইচ্ছায়, আমরা নবীদের বার্তা সম্পর্কে পর্যালোচনা চালিয়ে যাব। দেখবো, আল্লাহ্ নাজাতদাতাকে দুনিয়াতে নিয়ে আসার বিষয়ে তাঁর বিশ্বয়কর পরিকল্পনায় কিভাবে ইব্রাহিমকে আহ্বান করেছিলেন....

৯৩ অধ্যায়; পর্যালোচনা ১

আদম, গুনাহের কারণ; পয়দায়েশ ১-৪, ইত্যাদি

আল্লাহ্‌র যে কালাম আপনার জীবনের পবিবর্তন করতে পারে তা ধ্যান করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ আপনাকে
রহমত দান করুন:

গুনাহ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু, কিন্তু আল্লাহ্‌ যা দান করেন তা আমাদের হযরত মসীহ ঈসার মধ্য দিয়ে অনন্ত
জীবন। (রোমীয় ৬:২৩ আয়াত)